বাংলাদেশ ২০১৫ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক প্রতিবেদন

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, ধর্মীয় বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং সকল ধর্মের জন্য সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠিসমূহ জানিয়েছে যে, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে সরকার তাদের বিপক্ষে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে দেশের শত্রু বলে ঘোষণা দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিনিয়ে নেয়া জমি সংক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মামলার একটিরও নিষ্পত্তি সরকার করেনি। কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা মুসলিমদের ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় লিপ্ত বলে ধারণাপ্রসূত হয়ে অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠির কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করেছেন।

পৃথক পৃথক ঘটনায়, হামলাকারীরা পাঁচজন ধর্মপেক্ষ কিংবা ইসলামবিরোধী লেখক ও প্রকাশককে হত্যা করেছে এবং আরো তিনজনকে জখম করেছে। আল-ক্বায়েদার সাথে সম্পর্কযুক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের গোষ্ঠিসমূহ (একিউআইএস) এইসকল হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করেছে, ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্যবস্তু করা ব্লগারদের তালিকা প্রকাশ করেছে বা এরূপ অন্যান্য তালিকার প্রতি বরাত নির্দেশ করেছে, এবং সংবাদ মাধ্যমের দপ্তরে পত্র পাঠিয়ে জিহাদবিরোধী প্রতিবেদন প্রকাশ বা তাদের বিবেচনায় শরীয়াবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান করেছে। দায়েশ (ইরাক ও তৎসংল্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় আরব জনপদে গঠিত ইসলামী রাষ্ট্র) কর্তৃক দায় স্বীকার করা সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠিসমূহের উপর ধারাবাহিকভাবে ছুরি, বন্দুক, এবং বোমা হামলায় কমপক্ষে পাঁচ ব্যক্তি নিহত এবং আরো অনেক লোক জখম হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক নিন্দার সূত্রপাত ঘটে। এগুলি ছাড়াও, হিন্দু সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির উপর পরিচালিত অন্যান্য হামলায় অনেকে জখম হয়েছে, এইসকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থাপনাসমূহে ও বাড়ীঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতে এবং প্রকাশ্য বিবৃতিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ এই ধরণের ধর্মীয় সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ করেছে এবং এদেশের ধর্মীয় বৈচিত্র ও সহিষ্ণুতার চিরায়ত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ধারায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির অধিকারকে অব্যাহতভাবে সমুন্নত রাখার জন্য সরকারকে উৎসাহ প্রদান করেছে। দূতাবাস সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠি এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারদের উপর পরিচালিত আক্রমনের প্রকাশ্যে নিন্দা করেছে, এবং যারা দায়ী তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব তুলে ধরতে স্থানীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের সদস্যবর্গ, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ১। ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা

মার্কিন সরকারের অনুমানমতে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৯ মিলিয়ন (জুলাই ২০১৫ এর অনুমান)। ২০১১ সালের জনমিতি অনুসারে, মোট জনসংখ্যার ৯০শতাংশ সুন্নী মুসলিম, আর হিন্দু জনসংখ্যা ৯.৫শতাংশ। অবশিষ্ট জনসংখ্যার বেশীরভাই খৃষ্টান (অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক) এবং থেরাভাদা-হিনয়না বৌদ্ধ। সেই সাথে অল্পসংখ্যক শিয়া মুসলিম, বাহাই, সর্বপ্রাণবাদী, আহমদী মুসলিম, অজ্ঞানবাদী, এবং নাস্তিকও আছে। এই সকল সম্প্রদায়ভুক্তরা তাদের অনুসারী জনসংখ্যাকে কয়েক হাজার থেকে এক লক্ষের মধ্যে অনুমান করেন। এই সকল জাতিগত সংখ্যালঘুদের অনেকেই সংখ্যালঘু ধর্ম পালন করে থাকে এবং এরা প্রধানতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে কেন্দ্রীভূত; উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহের গারোরা প্রধানতঃ খৃষ্টান। বৌদ্ধদের অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠিভুক্ত (অবাঙ্গালী)। বাঙ্গালী ও জাতিগত সংখ্যালঘু খৃষ্টান জনগোষ্ঠি সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তবে বরিশাল শহর, বরিশাল জেলার গৌরনদী, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর, ঢাকার মনিপুরী পাড়া ও খৃষ্টানপাড়া, গাজীপুরের নাগরী, এবং খুলনা শহরে এদের ঘনত্ব তূলনামূলকভাবে বেশী।

অনাগরিক জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ হলো রোহিঙ্গা মুসলিমরা। জাতীসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই-কমিশনারের মতে, বার্মা থেকে আগত আনুমানিক ৩২,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী এদেশে আছে, প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কক্সবাজারের আশেপাশে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার অনুমান অনুসারে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কক্সবাজারের আশেপাশে আরো ২০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সরকারের সম্মান প্রদর্শনের হালচাল

আইনী কাঠামো

সংবিধান অনুসারে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলো ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান এবং অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার সুনিশ্চিৎ করিবে।" সংবিধানে আরো শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোন ধর্মের অনুকূলে রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান না করার মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং যে কোন ধর্ম অনুসরণের কারণে কোন বৈষম্য বা নিপীড়ন নিষিদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমুন্নত রাখবে। সংবিধানে "আইন, জন-শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে" যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকারের

কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হলে তাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবেনা। ফৌজদারী দন্ডবিধিতে, ধর্মীয় অনুভূতিকে অবমাননা করার অভিপ্রায়ে "ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ" মনোভাব নিয়ে প্রদত্ত বিবৃতি বা কৃত কর্ম জরিমানা বা সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডযোগ্য। যদিও সংবিধানে "ধর্মীয় অনুভূতিকে অবমাননা করার অভিপ্রায়" সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, আদালত থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদের অবমাননাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

কোন সংবাদপত্রে যদি এমন কিছু প্রকাশিত হয় যা "নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণার জন্ম দেয় বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে খাটো করে" তাহলে উক্ত সংবাদপত্রের সকল কপি জব্দ করার অনুমতি ফৌজদারী দন্ডবিধিতে সরকারকে প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় সম্প্রীতি ধ্বংস বা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন সমিতি গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সমিতি গঠনের স্বাধীনতার উপর সংবিধানে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

একক উপাসনালয়ের জন্য নিবন্ধনের কোন আবশ্যকতা নেই, তবে ধর্মীয় গোষ্ঠিসমূহ যদি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সহায়তা পেয়ে অনেকগুলো উপাসনালয় নিয়ে কোন সমিতি গঠন করতে চায়, তাহলে এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যূরোর সাথে, আর বৈদেশিক সহায়তা না পেয়ে থাকলে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবন্ধিত হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

নিবন্ধনের আবশ্যকতা এবং প্রক্রিয়া পদ্ধতি ধর্মনিরপেক্ষ সমিতি সমূহের জন্য প্রযোজ্যতার অনুরূপ। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবশ্যক দাখিলিসমূহের মধ্যে রয়েছে: এই মর্মে একটি সনদপত্র যে, যে নাম নিবন্ধিত করা হচ্ছে তা অনুকরণকৃত নয়; দেশের গোয়েন্দা সংস্থা হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র; নির্বাহী কমিটির নিয়োগ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী; নির্বাহী কমিটি এবং সাধারণ সদস্যবর্গের তালিকা এবং মূখ্য কর্তাগণের ছবি; একটি কর্মপরিকল্পনা; সংগঠনের দপ্তরের ক্রয়দলিল বা ভাড়াদলিল এবং মালিকানাধীন সম্পদের তালিকা; বাজেট; এবং স্থানীয় সরকারের একজন প্রতিনিধির সুপারিশপত্র। এ্যাফেয়ার্স ব্যূরোর সাথে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য দাখিল করার যে আবশ্যকতা তা একই রকম, তবে সংখ্যায় কম।

বিবাহ, তালাক এবং দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত পারিবারিক আইনে মুসলিম, হিন্দু ও খৃস্টানদের জন্য পৃথক বিধান রয়েছে। এই আইনসমূহ একই ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। মিশ্র বা অপরাপর ধর্মাবলম্বী বা ধর্মবিহীন পরিবারের জন্য একটি আলাদা দেওয়ানী পারিবারিক আইন আছে। বিবাহের আচার অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়া দুই পক্ষের ধর্ম বিষয়ক পারিবারিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। একজন মুসলিম পুরুষ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখতে

পারে, যদিও পুনর্বিবাহ করতে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের লিখিত সম্মতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। খৃস্টানরা মাত্র একজন নারীকে বিবাহ করতে পারে। হিন্দু আইনের আওতায় তালাকের সুযোগ কম, যেমন নপুংসকতা, নির্যাতন কিংবা মস্তিষ্ক বিকৃতি। তালাকপ্রাপ্ত হিন্দু ও বৌদ্ধরা আইনতঃ পুনর্বিবাহ করতে পারেনা। অন্যান্য ধর্মের তালাকপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীর এবং যে কোন ধর্মের তালাকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ পুনর্বিবাহ করতে পারে। ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিবাহ অনুমতিসিদ্ধ এবং তা ঘটেও, তবে জুটির একজন মুসলিম, হিন্দু বা খৃস্টান হলে এবং অন্যজন যদি একই ধর্মের না হয়, সেক্ষেত্রে বিবাহকার্যে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে হবু বর-কনে উভয়ের স্বস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করা আইনতঃ আবশ্যক। আইনতঃ স্বীকৃতি পেতে হলে, মুসলিম বিবাহ অবশ্যই দম্পতি কর্তৃক বা বিয়ে পড়ানো ধর্মীয় ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের সাথে নিবন্ধিত করতে হয়, তবে অনেক বিবাহই নিবন্ধিত নয়। হিন্দুদের জন্য নিবন্ধন ঐচ্ছিক, আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ নিয়মনীতি ঠিক করতে পারে।

মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ অনুসারে বিধাব স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পান, অবশিষ্টাংশ সন্তানদের মধ্যে ভাগ হয় প্রত্যেক মেয়েসন্তান প্রত্যেক ছেলেসন্তানের অর্ধেক হারে। তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের কম। তালাক আদালত কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হতে হয় এবং আইনানুসারে সাবেক স্ত্রীকে মুসলিম স্বামী কর্তৃক তিনমাসের খোরাকি প্রদান করতে হয়, তবে এইসকল অধিকার শুধুমাত্র নিবন্ধিত বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অনিবন্ধিত বিবাহ সংজ্ঞানুসারেই নথিভুক্ত নয় এবং দাবী প্রতিষ্ঠা করা কষ্টসাধ্য। অধিকন্তু,এমনকি নিবন্ধিত বিবাহের ক্ষেত্রেও খোরাকি প্রদানের বাধ্যবাধকতা কর্তৃপক্ষসমূহ বলবৎ করেনা।

জমির মালিকানা সংক্রান্ত না হলে পারিবারিক কলহ ও অন্যান্য দেওয়ানী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সুবিধা মুসলিমদের রয়েছে, সালিশকারকগণ তাদের সিদ্ধান্ত প্রদানে শরীয়া আইনের উপর নির্ভর করেন। অমুসলিমদের উপর শরিয়া আইন প্রযোজ্য নয়।

জানুয়ারি মাসে সুপ্রীম কোর্ট পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে শুধুমাত্র মুসলিম ধর্মীয় আলেমদের ফতোয়া দেয়ার অনুমতি প্রদান করে, স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের নয়। ফতোয়াকে শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যাবেনা, তা বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ আইনকেও অতিক্রম করতে পারবেনা।

ধর্মীয় শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল সরকারী বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক এবং তা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে পাঠ গ্রহণ করে।

কারাগারে প্রযোজ্য বিধিবিধান অনুসারে উৎসবের দিনে বাড়তি খাদ্য পাওয়া বা ধর্মীয় কারণে উপবাস করার অনুমতিসহ কয়েদীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারে। কয়েদীদের ধর্মীয় আচারগুরুর কাছে বা অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত প্রবেশগম্যতার নিশ্চয়তা আইন প্রদান করেনা, তবে জেল কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য আলাদা ধর্মীয় কর্মসূচী

আয়োজন করতে পারে। মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পূর্বে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীকে কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সরকারী রীতি-রেওয়াজসমূহ

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনানুসারে সরকার ইমামদেরকে তাদের খুতবার বিষয়বস্তুকে ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেছে। অবশ্য বেশীরভাগ মসজিদই রাস্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতামুক্ত এবং সংবাদ মাধ্যম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মতে সরকার সাধারণতঃ খুতবার বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেয়না বা ইমামদের বাছাই কিংবা বেতন প্রদান করেনা। জাতীয় মসজিদসহ সরকার অনুমোদিত মসজিদসমূহে সরকার ইমামদের নিয়োগ দিতে ও অপসারণ করতে পারে, আর তার মাধ্যমে খুতবার বিষয়বস্তুর উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ধর্মীয় জনগোষ্ঠির নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, উভয় প্রকারের মসজিদেই ইমামরা সরকারী নীতির সাথে বিরোধপূর্ণ খুতবা এড়িয়ে চলেন। ইমামদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকার পরিচালিত প্রশিক্ষণ একাডেমি রয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ ও জনগোষ্ঠি, এবং কখনো কখনো কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় লিপ্ত বলে অনুমিত গোষ্ঠিসমূহকে বাধা প্রদান করেছে। ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় অধিবাসীরা আন্তর্জাতিক এনজিও কমপ্যাশন ইন্টারন্যাশনালের শিশু পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্রসমূহ মুসলিম শিশুদের খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করছে মর্মে জানালে সরকার এই এনজিওর তহবিল জব্দ করে। সেপ্টেম্বরে সুপ্রীম কোর্টের একটি প্যানেল এই এনজিওর তহবিল অবমুক্ত করার আদেশ জারী করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা জানিয়েছে যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্নে সংখ্যাগুরু ধর্ম থেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে একপ্রকারের বৈষম্য কার্যতঃ বিদ্যমান রয়েছে। তারা আরো বলেছেন যে, বাধ্যতামূলক ধর্মীয় বিষয়ের জন্য সংখ্যালঘু শিক্ষকের অভাবে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা কোনকোন সময় তাদের ধর্মীয় শ্রেণীপাঠে নাম লেখাতে পারেনা। এইসকল ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা এইসকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের সময়সূচীর বাইরে ধর্মীয় শ্রেণীকাজ চালাতে স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পিতামাতা, বা অন্যদের সাথে ব্যবস্থা করে নিতে সচরাচর অনুমতি প্রদান করে থাকে, এবং কখনো কখনো এইসকল ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন (যারা প্রায়শই জাতিগত সংখ্যালঘু), বিশেষতঃ হিন্দুরা জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে অসামঞ্জস্যমূলকভাবে বেশী বাস্তুহারা হওয়ার কথা জানিয়েছে। ধর্মীয় সমিতিগুলো বলেছে যে, এই ধরণের বিরোধ সাধারণতঃ নতুন সড়কের পাশে বা শিল্প উন্নয়ন অঞ্চলে ঘটে থাকে যেখানে সম্প্রতি জমির দাম বেড়েছে। তারা আরো বলেছে যে, স্থানীয় পুলিশ, অসামরিক কর্তৃপক্ষ, এবং রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দ মাঝে মধ্যে আর্থিক ফায়দার জন্য সম্পত্তি দখলের সুযোগ করে দিয়েছে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাবশালী জমি দখলকারীদের মামলা থেকে আড়াল করেছে। কিছু কিছু মানবাধিকার গোষ্ঠি এই সকল বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য বিচার ব্যবস্থা এবং ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থার অকার্যকরতাকে, এবং ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন সরকারী নীতির চেয়ে বরং অভিষ্ট জনগোষ্ঠির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির অভাবকে দায়ী করেছে।

আগস্টে বরগুনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ ১৪টি হিন্দু পরিবারকে তাদের জমিতে ফেরত আনয়ন করে। সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও তার সহযোগীরা এইসকল পরিবারকে পূর্ববর্তী তিন বছর ধরে আক্রমন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের জমি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে বাজয়োপ্তকৃত হিন্দুদের জমি নিয়ে এক মিলিয়নেরও বেশী অনিষ্পন্ন মামলার একটিরও সমাধান আবারো সরকার করেনি। ২০১১ সালের একটি আইনে এইসকল জমির পূর্বের মালিকদের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতি দেওয়ায় এই মামলাসমূহ অনিষ্পন্ন থেকে গেছে।

ধর্মীয় স্থানসমূহে, উৎসবে, এবং যে সকল উপলক্ষ সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে সে সকল স্থানে আইন প্রয়োগকারী জনবল মোতায়েন করা সরকার অব্যাহত রেখেছে। হিন্দুদের দূর্গাপূজা উৎসব, খ্রিস্টমাস, ঈস্টার, বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা, এবং বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখেও সরকার বাড়তি নিরাপত্তা প্রদান করেছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশানের তদারকি অব্যাহত রেখেছে, এই সংস্থা ইসলামী নীতিমালা এবং মূল্যবোধের সমর্থনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশান সরকারী বাজেটে একটি লাইন আইটেমে এ বছর ৩.৫ বিলিয়ন টাকা (৪৪.৩ মিলিয়ন মাঃ ডঃ)। সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠিসমূহের কল্যাণার্থে সৃজিত তিনটি ট্রাস্টের জন্যও সরকারী সহায়তা দেয়া হয়েছে: হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট (পরিসম্পদের মূল্য ২০৫ মিলিয়ন টাকা, মাঃডঃ২.৬ মিলিয়ন), খৃষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (পরিসম্পদের মূল্য ৫০ মিলিয়ন টাকা, ডঃ ৬৩৩,০০০) এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (পরিসম্পদের মূল্য ৭০ মিলিয়ন টাকা, ডঃ ৮৮৬,০০০)। এই তিনটি ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টিরা করে থাকেন যারা স্বস্ব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং তাদের পরিসম্পদ থেকে প্রাপ্ত সূদকে মন্দির, গীর্জা, এবং আশ্রম উন্নয়ন ও মেরামতের জন্য ব্যয় করেছে। তদুপরি, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধের জন্য ৫০,০০০ টাকা (ডঃ ৬৩৩) সরকারের নিকট থেকে পেয়েছে। এই ট্রাস্ট সংসদের মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটে মন্দির উন্নয়নের জন্য ১৫ মিলিয়ন টাকা (ডলার ১৯১,০০০) এবং পুজা উদযাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে ১০ মিলিয়ন টাকা (ডঃ ১২৭,০০০) অনুদানও পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পূজা

অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের নিকট হতে ৫০,০০০ টাকা (ডঃ ৬৩৩) পেয়েছে। খৃষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সরকারের নিকট হতে কোন অতিরিক্ত তহবিল পায়নি। সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠিসমূহের নেতৃবৃন্দ অব্যাহতভাবে বলে আসছেন যে, সরকার ট্রাস্টসমূহকে ইসলামিক ফাউন্ডেশানের সাথে সমতাভিত্তিক তহবিল প্রদান করছেনা। তারা বলেছেন যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশান রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে বার্ষিক ভিত্তিতে তহবিল পেয়ে আসছে, আর তাদের নির্ভর করতে হয় সরকার কর্তৃক তাদের মূলধন তহবিলে সরকারের দেওয়া অনুদানের উপার্জনের উপর।

জানুয়ারিতে সরকার সুপ্রীম কোর্টে প্রথম হিন্দু প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ প্রদান করে।

জুন মাসে সরকারী বার্তাসংস্থা বানিয়ারচরের ২০০১ সালের বোমা আক্রমনের যে ঘটনার ১০ জন নিহত এবং বিশ জনেরও অধিক ব্যক্তি আহত হয়েছিল, সেই বোমা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ার নিন্দা জানিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ঘটনার বার্ষিকী উদযাপন করে।

আগস্টে সাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী লতিফুর সিদ্দিকী তার সংসদের আসন থেকে পদত্যাগ করেন। হজ্জ ও বিশ্ব ইজতেমা (একটি জাতীয় বার্ষিক মুসলিম অনুষ্ঠান) নিয়ে নিউইয়র্কে তার প্রকাশ্য সমালোচনামূলক বক্তব্যের জন্য ২০১৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। জুনে সিদ্দিকীকে জামিনে মুক্ত করা হয়; তিনি মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অবমাননা করার অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন।

মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং খৃস্টানদের প্রত্যেকের প্রধান দিবসসমূহ উদযাপন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৩। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সামাজিক শ্রদ্ধাবোধের হাল-অবস্থা

মুসলিম এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠিসমূহের সদস্যদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে মৃত্যু, জখম, এবং সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হয়েছে। মাঝে মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অযৌক্তিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সদস্যরা চাকুরি ও গৃহায়নের ক্ষেত্রে অব্যাহত বৈষম্যের কথা জানিয়েছেন। ধর্ম এবং জাতিগত পরিচয় প্রায়শই ঘণিষ্টভাবে সম্পর্কিত বিধায় অনেক ঘটনাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণজনিত বলে শ্রেণীকরণ করা কঠিন।

ফেব্রুয়ারি ২৬ ও অক্টোবর ৩১ সময়কালে সংঘটিত পৃথক ছয়টি ঘটনায় আক্রমনকারীরা পাঁচজন ধর্মনিরপেক্ষ বা ইসলাম বিদ্বেষী বলে সন্দেহকৃত লেখক ও প্রকাশককে হত্যা করে এবং অপর তিনজনকে জখম করে। নিহতদের মধ্যে আছেন চারজন ব্লগার- অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান, অনন্ত বিজয় দাস, এবং নীলাদ্রী চ্যাটার্জী নিলয়- এবং ফয়সাল আরেফীন দীপন যিনি রায়ের ব্লগ-বহির্ভূত লেখার প্রকাশক। এই আক্রমনসমূহের জন্য

'একিউআইএস' দায় স্বীকার করে এবং ভবিষ্যৎ হামলার লক্ষ্যবস্তু অন্যান্য ব্লগার এবং বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রকাশ করে। অক্টোবরে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ আনসারুল্লাহ বাংলা টিম সংবাদ মাধ্যমের অফিসসমূহে পত্র পাঠিয়ে তাদের জিহাদ বিরোধী প্রতিবেদন প্রচার, নারীদের চাকুরীতে নিয়োগ, অনাবৃত নারীর চিত্র প্রকাশ, এবং পত্রের লেখকদের বিবেচনায় শরীয়াবিরোধী অন্যান্য কার্যকলাপ সংঘটনের বিরুদ্ধে সাবধান করে দেয়। সরকার আক্রমনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততায় বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং আসাদুজ্জামান খান কামালসহ সরকারী কর্তাব্যাক্তিরা সকল নাগরিকের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিজ্ঞাপক প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "আমরা ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে ধর্মের নামে কোন রক্তপাত হতে দেবনা।" অবশ্য সংবাদ মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পুলিশের আইজি-কে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ব্লগাররা ও অন্যসকলে যেন অপরের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মত কোনকিছু লিখা থেকে বিরত থাকেন এবং সেইসাথে আরো যোগ করে বলেন যে, যারা এটা অমান্য করবে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দল, জামাত-ই-ইসলামী সহ বিরোধী দলসমূহ এইসব আক্রমনের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। ব্লগার ও সক্রীয় কর্মীরা বলেছেন যে, এইসকল আক্রমনের কারণে অনেকে লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন কিংবা প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের সমালোচনা করা ত্যাগ করেছেন।

অক্টোবরের ২৪ তারিখে শিয়াদের আশুরা উৎসবে বোমা আক্রমনে দুইজন নিহত হয় এবং আরো বহুকুড়ি লোক আহত হয়। সংবাদ মাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ এই আক্রমনের ব্যাপক নিন্দা জানায়। 'এসআইটিই ইনটেলিজেন্স' নামীয় একটি মুনাফাভিত্তিক সন্ত্রাসী গতিবিধি নজরদারী গোষ্ঠি জানায় যে দা'য়েশ এই আক্রমনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। নিজেদের সংবাদ মাধ্যমে দা'য়েশ রংপুরে বাহাই সম্প্রদায়ের একজন নেতাকে ৮ই নভেম্বর তারিখে এবং একজন ইতালীয় পাদ্রীকে দিনাজপুরে ১৮ই নভেম্বর তারিখে গুলি করার, যদিও উভয় ঘটনাতেই কারো মৃত্যু ঘটেনি, এবং ১১ই নভেম্বর তারিখে রংপুরে একটি সুফী মাজারে রহমত আলীকে হত্যা করার দায়িত্বও স্বীকার করে। একই গোষ্ঠি ২৬শে নভেম্বর তারিখে বগুড়ায় একটি শিয়া মসজিদে আক্রমন চালিয়ে একজনকে হত্যা করার এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে রাজশাহীতে একটি আহমদিয়া মসজিদে হামলা চালানোর ঘটনায় যেখানে ১২ জন জখমপ্রাপ্ত এবং একজন হামলাকারী নিহত হয়েছিল, তার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দা'য়েশ বলেছে যে, আক্রান্তদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণেই হামলাসমূহ চালানো হয়েছিল ।

স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের উপর সহিংস হামলার ঘটনা ঘটেছে, যদিও এসবের উদ্দেশ্য সবসময় পরিষ্কার নয়। সেপ্টেম্বরে হামলাকারীরা চট্টগ্রামে দুইটি সুফি দরগায় হামলা চালিয়ে তিনজনকে হত্যা করে। অক্টোবরে তিনজন লোক পাবনায় এক পাদ্রীর গলা কাটার চেষ্টা করে, এবং হামলাকারীরা ঢাকার কাছে একটি ইসলামী

দরগাহের নেতাকে গুলি করে হত্যা করে। নভেম্বরে রংপুরের দুইটি ইসলামী দরবেশের দরগাহে ছুরিকা দিয়ে আক্রমন করে একজন কেয়ারটেকাকে খুন করা হয় এবং অন্য একটি ঘটনায় একজনকে গুরুতর জখম করা হয়।

মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে) অনুসারে হিন্দু বা তাদের সম্পত্তিকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হামলার ঘটনায় ২০১৪ সালে ২৫৫ জনের তূলনায় এই বছর ৬০ ব্যক্তি জখম হয়েছেন; ২০১৪ সালে ২৪৭টির তূলনায় এইবছর ২১৩টি মূর্তী, আশ্রম, বা মন্দির লন্ডভন্ড করা হয়েছে; ২০১৪ সালের ৭৬১টি বাড়ীঘর এবং ১৯৩টি দোকানপাটের তূলনায় ১০৪টি বাড়ীঘর এবং ৬টি দোকানপাট বিনষ্ট করা হয়েছে। এএসকে সুনির্দিষ্ট আক্রমনের উদাহরণ প্রদান করেনি। এইসকল আক্রমনের উদ্দেশ্য ছিল প্রায়শই অস্পষ্ট।

ডিসেম্বরে এসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছিল যে, হামলাকারীরা একটি হিন্দু মন্দিরে নাট্যানুষ্ঠানের সময় তিনটি বোমা নিক্ষেপ করলে ১০ জন লোক জখমপ্রাপ্ত হয়।

এনজিও সমূহ জানিয়েছে যে, সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠি এবং উপজাতীয় বৌদ্ধ, হিন্দু ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদতে ধর্ম নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত না ঘটলেও নানা বিষয়ে উত্তেজনা, বিশেষতঃ জমির মালিকানা নিয়ে উত্তেজনা কখনো কখনো ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করা অব্যাহত থেকেছে। মানবাধিকার গোষ্ঠিসমূহের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মীয় এবং জাতিগত এই উভয় মেরুতেই উত্তেজনা উচ্চমাত্রায় অব্যাহত থেকেছে। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, বাঙ্গালী বসতিস্থাপনকারীরা এই মর্মে মিথ্যা গুজব রটাতে থাকে যে, জনগোষ্ঠিসমূহ স্বাধীন খৃস্টান রাষ্ট্র গঠনের পায়তারা করছে, যার পরিণতিতে খৃস্টান কর্মীদের কার্যকলাপের উপর পুলিশী ও সামরিক নজরদারী চালু করা হয়েছে।

মুসলিম ধর্মীয় নেতারা গ্রামেগঞ্জে মাঝেমধ্যে তাদের ভাষায় ফতোয়ার নামে ঘোষণা জারী করেছেন। সংবাদ মাধ্যমে এমন নজির প্রকাশিত হয়েছে যে, এইসকল ঘোষণার ফলশ্রুতিতে অনুমিত নৈতিক স্খলনের জন্য বেত্রাঘাত বা সমাজচ্যুতির মত বিচারবহির্ভূত শাস্তির ঘটনা ঘটেছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা চাকুরি এবং গৃহায়নে বৈষম্যের বিবরণ দেয়া অব্যাহত রেখেছে; উদাহরণস্বরূপ, খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন জানিয়েছে যে, মুসলিম বাড়ীর মালিকরা তাদের কাছে এপার্টমেন্ট ভাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন সদস্য হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা উপলক্ষে তার ফেসবুক পাতায় একটি অভিনন্দন বার্তা পোস্ট করলে কোন কোন ফেসবুক ব্যবহারকারী তাতে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অশোভনীয় ভাষায় সমালোচনামূলক বক্তব্য পোস্ট করে। অন্যান্য ব্যবহারকারীরা ক্রিকেটারের ধর্মীয় ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের পক্ষে সর্মথনমূলক মতামত ব্যক্ত করে।

অনুচ্ছেদ ৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি

মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট মামলাসমূহের সুরাহা করতে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং তাদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে উদ্বেগ জানাতে, এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এবং সেইসাথে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমনের প্রকাশ্য নিন্দা করেছেন এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যাদের সহিংসতার শিকার করা হয়েছে তাদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার উপর বিশেষ জোর দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে দূতাবাস তার মনোভাব প্রকাশ করেছে, এবং সংবাদ মাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও, এবং স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় সুনির্দিষ্ট ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দূতাবাসের কর্মকর্তারা সাদী ফাউন্ডেশান (একটি অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন), বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ খৃস্টান সমিতি, হিন্দু মহাজোট, দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাশনেস-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খৃষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পোপের প্রতিনিধি, দ্য এশিয়ান কনফারেন্স অব রিলিজিয়ন এন্ড পীস সেন্ট্রাল কমিটি, এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত (বাংলাদেশ) এর প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কমিউনিটি পুলিশ প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদ সম্প্রদায়সমূহের সদস্যদের অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে দূতাবাস উৎসাহ প্রদান করেছে।